চট্টগ্রাম কর আইনজীবী সমিতি

THE CHITTAGONG TAXES BAR ASSOCIATION

C.G.O. BUILDING-1
Agrabad, Chittagong.
TEL: 727578,2520895
e-mail: taxesbarctg@gmail.com

স্থাপিত ঃ ১৯৫৮
Reg. No- 1589-EB

সরকারী কার্য ভবন-১
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
ফোন: ৭২৭৫৭৮, ২৫২০৮৯৫

তারিখঃ ১৫/০৪/২০১৮ইং

মাননীয়
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

বিষয় ঃ ২০১৮-২০১৯ জাতীয় বাজেট প্রনয়নে চট্টগ্রাম কর আইনজীবী সমিতি'র প্রস্থাবনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

১. আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৭৪ এর উপ-ধারা ২ এর ক্লজ এ এবং বি এ বর্ণিত ব্যক্তিগণকে আয়কর মামলায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দানের ফলে এ ক্ষেত্রে চরম বিশৃংখলা বিরাজ করছে। অনভিজ্ঞ, অদক্ষ ও অবাঞ্চিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক ভুল আয়কর রিটার্ন দাখিলের ফলে সরকারের কর রাজস্ব আহরণ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। আয়কর রিটার্ন দাখিলে পেশাজীবীদের প্রতিনিধিত্ব নিরঙ্কুস করলে এক্ষেত্রে বিশৃংখলার অবসান হবে। সরকারের কর রাজস্ব প্রবৃদ্ধি অনেক গুন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। সঠিক রিটার্ন দাখিলের মাধ্যমে সঠিক কর আহরিত হবে।

প্রস্তাব : আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৭৪ এর উপ-ধারা ২ এর ক্লজ-এ এবং বি বাতিলের প্রস্তাব করছি।

২. ব্যক্তি শ্রেনীর করদাতাদের ক্ষেত্রে দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতি ও সর্বক্ষেত্রে জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে কর মুক্ত সীমা বর্ধিত করা আবশ্যক:

প্রস্তাব :- পুরুষ করদাতার করমুক্ত আয়ের বর্তমান সীমা ২,৫০,০০০/- এর স্থলে ৩,৫০,০০০/- টাকা, মহিলা করদাত্রী এবং ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতা: ৩,০০,০০০/- টাকার স্থলে ৩,৭৫,০০০/- টাকা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা: ৩,৭৫,০০০/- টাকার স্থলে ৪,২৫,০০০/- টাকা ও গেজেটভূক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা: ৪,২৫,০০০/- টাকার স্থলে ৪,৭৫,০০০/- টাকায় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।

৩. বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি ও জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে এবং করদাতাদের উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যমান আয়কর স্তর পুনঃবিন্যাস করা আবশ্যক।

প্রস্তাব :-	১ম স্তর টাকা - ৮,০০,০০০/-	১০%
	২য় স্তর টাকা - ১০,০০,০০০/-	১৫%
	৩য় স্তর টাকা - ১৫,০০,০০০/-	২০%
	৪র্থ স্তর টাকা - ৪০,০০,০০০/-	২৫%
	অবশিষ্ঠ	৩০%

৪. আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ণ ৮২বিবি(৭) ধারায় অডিট করার বিধান রয়েছে। কিন্তু ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত রিটার্ণ অডিটের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা বা রূপরেখা

চট্টগ্রাম কর আইনজীবী সমিতি

THE CHITTAGONG TAXES BAR ASSOCIATION

C.G.O. BUILDING-1
Agrabad, Chittagong.
TEL: 727578,2520895
e-mail: taxesbarctg@gmail.com

স্থাপিত ঃ ১৯৫৮
Reg. No- 1589-EB

সরকারী কার্য ভবন-১
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
ফোন: ৭২৭৫৭৮, ২৫২০৮৯৫

অদ্যাবধি প্রনয়ন করা হয়নি। রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা এবং ভিন্ন ভিন্ন কমিশনারেটে ভিন্ন ভিন্ন রকমের নির্দেশনা প্রদান করে। তাছাড়া অডিটের জন্য নির্বাচিত মামলা নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে কর কমিশনার পর্যন্ত অনুমোদনের

চলমান পাতা নং- ২

অলিখিত প্রথা চালু রয়েছে। আরো লক্ষ্যনীয় যে, একই আয়কর মামলা ৮২বিবি(৭) ধারায় অডিট, নিবীড় পর্যবেক্ষন, ডিজি ইন্সপেকশন ইত্যাদির মাধ্যমে নিরীক্ষার ফলে করদাতাগণ নানামূখী হয়রানীর সম্মুখিন হচ্ছেন। যাহা করদাতা বান্ধব নয়।

প্রস্তাব :- কর মামলা অডিটের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আয়কর আইনে সন্নিবেশের প্রস্তাব করছি।

৫. সার্বজনীন স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ন অডিটের জন্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান ম্যানুয়েল পদ্ধতির ফলে এবং সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মনগড়া সিদ্ধান্তে বাছাই করায় এক্ষেত্রে বিশৃংখলা বিদ্যমান।

প্রস্তাব :- অডিট বাছাই প্রক্রিয়া Computerized Random Sampling ভিত্তিতে সম্পন্ন করার প্রস্তাব করছি।

৬. ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের ৮২বিবি ধারার উপধারা ১১ অনুযায়ী নতুন করদাতার ক্ষেত্রে ব্যবসা বা পেশার প্রারম্ভিক মূলধন ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ঠ বৎসরে করদাতার যেকোন বিনিয়োগের বিপরীতে সমন্বয় করার বিধান থাকলেও বিদ্যমান আইনে উক্ত ক্ষেত্রে প্রাঃ মূলধন ৫ বৎসর পর্যন্ত হস্তান্তরের বিধি নিষেধ থাকায় নতুন করদাতা নিরুৎসাহিত হচ্ছে ।

প্রস্তাব :- এই ক্ষেত্রে পূর্বের ন্যায় প্রাঃ মূলধন বাবদ ফান্ড বিনিয়োগ হিসাবে স্থানান্তরের সুযোগ রাখার সুবিধার্থে উপ-ধারা ১২ বিলোপের প্রস্তাব করছি।

৭. **১৯বিবিবিবিবি ধারা ঃ**

আবাসিক সমস্যার কথা বিবেচনা করে ফ্ল্যাট নির্মান/ক্রয়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আয়তনের উপর নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান সাপেক্ষে কোন প্রশ্ন ব্যাতিরেকে বিনিয়োগ গ্রহন করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে, উক্ত বিধান সময় উপযোগী হলেও করের হার অতিরিক্ত বিধায় করদাতাগণ উক্ত সুযোগ গ্রহনে অনীহা প্রকাশ করে ফলে এই খাতে আশানুরুপ রাজস্ব আহরিত হয়না।

প্রস্তাব :- ১৯বিবিবিবিবি ধারায় প্রদেয় করের হার হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

৮. **আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৯(২৪) সংক্রান্ত ঃ-**

অর্থ আইন ২০১২ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৯(২৪) সংশোধনের মাধ্যমে ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত নয় এইরূপ সকল কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন ক্রস চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার এর

মাধ্যমে পরিশোধ বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু কোম্পানী নিবন্ধনের পূর্বে ব্যাংক হিসাব খোলার জটিলতা রয়েছে এবং কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশনের পূর্বে কিছু কিছু খরচের প্রয়োজনীয়তা থাকায় এ সকল জটিলতা নিরসনের জন্য কোম্পানী নিবন্ধনের পূর্বে ক্রস চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে মূলধন পরিশোধ করা ঝামেলাপূর্ন যা অবাধ বিনিয়োগের অন্যতম অন্তরায়।

প্রস্তাব :- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৯(২৪) বিধান বিলোপের প্রস্তাব করছি।

৯. **আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৯(২৭) সংক্রান্ত ঃ-**

বর্তমান বাস্তবতায় যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে একটি কোম্পানী করদাতার জন্য মোটর কার অথবা জীপ ক্রয় বিলাসিতা নয় বরং আবশ্যিক। অর্থ আইন ২০১৫ এর মাধ্যমে আয়কর অদ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৯(২৭) সংযোজনের ফলে কোম্পানী করদাতা সরাসরি বা কিস্তিতে ক্রয়কৃত মোটর গাড়ীর মূল্য ইহার রিজার্ভসহ পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অতিরিক্ত হলে অতিরিক্ত অর্থের ৫০% কে ক্রয়কারী কোম্পানীর অন্যান্য সূত্রের আয় হিসাবে বিবেচনা করে কর ধার্য্য করার বিধান করা হয়েছে বিধায় বিধানটি অযৌক্তিক এবং ব্যবসা সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতার সামিল।

প্রস্তাব :- সুতরাং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৯(২৭) বাতিল করার প্রস্তাব করছি।

১০. **আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৯(২৮) সংশোধন ঃ-**

ধারা ১৯ এর উপধারা ২৮ মোতাবেক দান বা ঋন গ্রহনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনে ৫,০০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে হলে ক্রস চেক বা ব্যাংক এর মাধ্যমে হস্তান্তরের বিধান রয়েছে যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যান্ত স্বল্প।

প্রস্তাব :- এই ক্ষেত্রে ৫,০০,০০০/- টাকা স্থলে ২০,০০,০০০/- টাকা উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

১১. **আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ১৯(২৯) সংশোধন ঃ-**

গৃহ নির্মাণ এর ক্ষেত্রে বাকিতে মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত ধারা ১৯(২৯) অনুযায়ী পরিশোধের মেয়াদ ২ বৎসর এই ক্ষেত্রে সময় কম হওয়ায় তাহা বিনিয়োগ বান্ধব নয়। গৃহ নির্মান খাতকে উৎসাহিত করার জন্য ধারাটি সংশোধনের প্রয়োজনিয়তা রহিয়াছে।

প্রস্তাব .- বিদ্যমান ২ বৎসরের স্থলে ৫ বৎসর মেয়াদ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

১২. **আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এম) রহিত করণ ঃ**

ধারা ৩০(এম) এর বিধান অনুযায়ী কোম্পানী করদাতার ক্ষেত্রে ৫০,০০০/- টাকার উর্ধে যে কোন অর্থ ক্রস চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ না করা হলে তা আয় হিসাবে গন্য করার বিধান করা হয়েছে, যা অত্যন্ত অন্যায্য ও বাস্তবতা বিবর্জিত বিধায় ইহা পরিপালন করা অসুবিধাজনক।

প্রস্তাব :- এই ক্ষেত্রে ধারা ৩০(এম) এর বিধান বাতিল করার প্রস্তাব করছি।

---

১৩. ৮২সি ধারার আয় সমুহের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত কর গরহরসঁস এঃধী হিসাবে গন্য করার বিধান রয়েছে। ৮২সি ধারা আয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত করের উপর সারচার্জ প্রদান যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ এক্ষেত্রে আয়ের উপর কর নির্ধারন না করে হিসাব অনুযায়ী প্রকৃত আয় যাহাই হউকনা কেন সমুদয় কর্তিত কর নূন্যতম কর হিসাবে গন্য করা হচ্ছে। এটি আয়কর আইনের সহিত সাংঙ্গর্ষিক, অন্যায্য পরিশোধিত কর রিফান্ড পাওয়ার কোন সুযোগ নাই এবং সারচার্জ পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য।

প্রস্তাব :- শুধুমাত্র ৮২(সি) ধারার আয় আছে এমন করদাতাকে সারচার্জ হইতে অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব করছি।

চলমান পাতা নং- ৪

১৪. এঃধী উধু এর পর কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনের প্রেক্ষিতে রিটার্ন দাখিলের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে দাখিলকৃত রিটার্ণ এর ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৭৩এ ধারা মাসিক ২% হারে বিলম্ব সুদ আরোপের বিদ্যমান বিধান করদাতার জন্য বোঝা স্বরূপ।

প্রস্তাব :- বিদ্যমান ৭৩এ ধারার বিধান বিলোপের প্রস্তাব করছি।

১৫. আয়কর অধ্যাদেশের ৮২সি ধারা সংশোধনের মাধ্যমে কর্তিত করকে নূন্যতম কর হিসাবে গন্য করে হিসাব প্রনয়নের বিধান করা হয়েছে। ইতিপূর্বে কর্তিত করের ভিত্তিতে আয় নির্ধারণ করার বিধান ছিল। এই আইনটি পূর্বাপর সকল সময়েই আয়করের মূল ভিত্তি 'আয়ের উপর কর প্রদান' এর বিপরীতমূখী নীতি, যা কর আইনের মূলনীতি পরিপন্থি। বিদ্যমান আইনে হিসাব নিকাশের পর নির্ধারিত লাভ বা লোকসানের ভিত্তিতে করারোপন না করে লাভ-ক্ষতি যাহাই
হউকনা কেন কর্তিত করকে চুড়ান্ত পরিশোধ অর্থাৎ নূন্যতম কর হিসাবে গন্য করার বিদ্যমান আইনের কারনে অনেক প্রতিষ্ঠানের চলতি মূলধনের সংকট দেখা দিবে এই ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে কর পরিশোধের অংক বড় হতে দেখা যায়। তাই এই বিধানটি সংশোধন করা অত্যাবশ্যক।

প্রস্তাব :- নূন্যতম করের বিধান বাতিল করে এই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর রিফান্ডের সুযোগ রাখার প্রস্তাব করছি।

১৬. ঝড়পরবঃরবং জবমরংঃৎধঃরড়হ অপঃ ১৯৬০ এর ধারা (ঢঢও ড়ভ ১৯৬০) অনুসারে এঃধীবং ইধৎ অংংড়পরধঃরড়হ সহ অন্যান্য চৎড়ভবংংরড়হধষ ইড়ফু এর ঋরীবফ উবঢ়ড়ংরঃ অ/প এবং ঝধারহমং অ/প এর অর্জিত মুনাফার উপর ৫৩এফ ধারায় কর কর্তনের বিধান রহিত করার প্রস্তাব করছি।

১৭. আয়কর অধ্যাদেশ এর ধারা ৩৫ ও বিধি ৮এ অনুসারে করদাতার ঘরভাড়া আয় ২৫,০০০/- টাকার উর্ধে হলে ব্যাংক হিসাবে জমা দেওয়ার বিধান করা হয়েছে। আইনটি শুধুমাত্র জনগণের ভোগান্তি বৃদ্ধি ছাড়া কর আহরণের ক্ষেত্রে কোনপ্রকার সুফল বয়ে আনছেনা। দেখা যায় মাসিক ভাড়া কারো ২৫,০০০/- টাকার উর্ধ্বে হলেও ভাড়াটিয়া একসাথে পরিশোধ করেন না, আবার অনেকের দেখা যায় শুধুমাত্র ঘরভাড়া আয় ছাড়া অন্যকোন আয় না থাকায় ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে যখন যা আদায় করতে পারেন তাই খরচ করেন। অনেকের

চট্টগ্রাম কর আইনজীবী সমিতি

THE CHITTAGONG TAXES BAR ASSOCIATION

C.G.O. BUILDING-1
Agrabad, Chittagong.
TEL: 727578,2520895
e-mail: taxesbarctg@gmail.com

স্থাপিত ঃ ১৯৫৮
Reg. No- 1589-EB

সরকারী কার্য ভবন-১
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
ফোন: ৭২৭৫৭৮, ২৫২০৮৯৫

বার্ধক্য জনিত কারনে এবং বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনা। এছাড়াও ব্যাংকে জমাকৃত ঘরভাড়াকে কর নির্ধারণী কর্মকর্তা কোন সঠিক ভিত্তি হিসাবে গ্রহন করেন না। তাই এই বিধানটি সংশোধন করা অত্যাবশ্যক।

প্রস্তাব :- বিদ্যমান আইনটি বিলোপের প্রস্তাব করছি।

১৮. ঝরীঃয ঝপযবফঁষব এর চধৎঃ ই ঝবপঃরড়হ-৪৪(২) এর দফা রর এর উচঝ এ বিনিয়োগ সুবিধা ৬০,০০০/- এর পরিবর্তে ১,২০,০০০/- এ উন্নিত করার প্রস্তাব করছি।

চলমান পাতা নং- ৫

১৯. ২০০৯ সালের ন্যায় নূতন শিল্পের শেয়ারে বিনিয়োগের ওপর ১০% হারে শর্তসাপেক্ষে কর সুবিধা দেওয়ার জন্য পূর্বের বাতিলকৃত ধারা ১৯এ পুনঃ প্রবর্তনের প্রস্তাব করছি।

২০. দেশের মহিলা কর্মজীবীদের একটি বিশেষ অংশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ খাতকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৬ষ্ট তফশীল পার্ট এ ক্লজ ৩৫ বর্ণিত হ্যান্ডিক্রাপ্টস রফতানী আয়কে ১লা জুলাই ২০১৮ থেকে আগামী ৫ বছর করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি।

২১. চাকুরী থেকে অবসর গ্রহনের পর জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন পেনশনার সার্টিফিকেটের সুদ আয় পূর্বে করমুক্ত ছিল, যা অর্থ আইন ২০১০ এর মাধ্যমে বাতিল করা হয়। অবসর জীবন যাপনকারী করদাতাদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে এ খাতের আয়কে পূনঃ করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি।

২২. আয়কর আপীল ও আপীলাত ট্রাইবুনালকে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাস্তকরণ ও সুনির্দিষ্ট আইন থাকা সত্বেও আপীলাত ট্রাইবুনালে অদ্যাবধি অভিজ্ঞ আয়কর আইনজীবী হতে সদস্য নিয়োগের বিধান অদ্যাবধি বাস্তবায়ন করা হয়নি।
প্রস্তাব : ট্রাইবুনাল সদস্য নিয়োগে বিজ্ঞ আয়কর আইনজীবী সদস্য বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করছি।

২৩. বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াতের বিদ্যমান বিধান বিলোপ করে করযোগ্য আয়ের ৩০% এর উপর স্তর বিন্যাস নির্বিশেষে সরাসরি ২০% রেয়াতের বিধান রাখার প্রস্তাব করছি।

২৪. আয়কর আইনে নিষ্পত্তিকৃত মামলা অতীতে ৬ বৎসর পর্যন্ত ৯৩ ধারায় পুনঃ উম্মোচনের বিধান রয়েছে। যা করদাতাদের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তাই এই আইন সংশোধনের মাধ্যমে ৬ বৎসরের পরিবর্তে ৩ বৎসর করার প্রস্তাব করছি।

চট্টগ্রাম কর আইনজীবী সমিতি

THE CHITTAGONG TAXES BAR ASSOCIATION

C.G.O. BUILDING-1
Agrabad, Chittagong.
TEL: 727578,2520895
e-mail: taxesbarctg@gmail.com

স্থাপিত ঃ ১৯৫৮
Reg. No- 1589-EB

সরকারী কার্য ভবন-১
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
ফোন: ৭২৭৫৭৮, ২৫২০৮৯৫

---

২৫. অনেক ক্ষেত্রে করদাতাদের উপর অযৌক্তিক করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়, যা পরবর্তীতে আপীল এবং ট্রাইবুনালের মাধ্যমে রহিত করা হয়। কিন্তু ট্রাইবুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে আপীলের পর সৃষ্ট দাবীর ১০% কর প্রদানের বিধান থাকায় অনেকের পক্ষে উক্ত টাকা পরিশোধ করতঃ ন্যায় বিচার প্রার্থনা করার জন্য ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করা সম্ভব হয় না, যার ফলে করদাতাকে ভোগান্তি পোহাতে হয়। বিধানটি ন্যায় বিচার প্রার্থনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, যা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক। তাই কর আপীলাত ট্রাইবুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ধারা ১৫৮(২) এর বিধান অনুযায়ী কর পরিশোধের পরিমাণ ১০% থেকে ৫% এ হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

২৬. ১৬০ ধারায় হাইকোর্টে রেফারেন্স মামলা দায়েরেরর ক্ষেতে বকেয়া ডিমান্ডের ১৫ ও ২৫% কর প্রদানের বাধ্যবধকতা থাকায় উহা জমা দিয়ে রেফারেন্স দায়ের করা অর্থিকভাবে কষ্টসাধ্য।

প্রস্তাব :- এই ক্ষেত্রে বিদ্যমান ১৫% ও ২৫% কর পরিশোধের স্থলে ১০% কর প্রদানের শর্ত আরোপের প্রস্তাব করছি।

চলমান পাতা নং- ৬

২৭. সরকারী রাজস্বের চালান ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত শুধুমাত্র সোনালী ব্যাংক লিঃ জমা নেয় ফলে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় ব্যাংকে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়।চালান জমার কায্যক্রম সহজ করার লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক লিঃ এর সকল শাখাসহ বাংলাদেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকে সরকারী রাজস্বের চালান জমা নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করার প্রস্তাব করছি।

আমরা চট্টগ্রাম কর আইনজীবী সমিতির সদস্যবৃন্দ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, উপরোক্ত সুচিন্তিত প্রস্তাবনা সমূহ বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১৮-২০১৯ কর বর্ষের জাতীয় বাজেট প্রনয়ন করলে দেশে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দেশের উন্নয়ন ও উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব হবে।

চট্টগ্রাম কর আইনজীবী সমিতির সম্মানিত সদস্যবৃন্দের পক্ষে-

মোস্তফা কামাল মনসুর অ্যাডভোকেট
সভাপতি
চট্টগ্রাম কর আইনজীবী সমিতি

মোঃ ওমর ফারুক অ্যাডভোকেট
সাধারণ সম্পাদক
চট্টগ্রাম কর আইনজীবী সমিতি